ষষ্ঠ অধ্যায়

ভগবান ঋষভদেবের কার্যকলাপ

ভগবান ঋষভদেব কিভাবে দেহত্যাগ করেছিলেন তা এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। দাবানলে দগ্ধ হওয়ার সময়ও তাঁর দেহের প্রতি তাঁর কোন আসক্তি ছিল না। জ্ঞানাগ্নিতে যখন সকাম কর্মের বীজ দগ্ধ হয়ে যায়, তখন যোগৈশ্বর্য স্বয়ং উপস্থিত হলেও ভক্তিযোগে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে না। সাধারণ যোগী যোগসিদ্ধির দ্বারা মোহিত হয় এবং তার ফলে তার প্রগতি প্রতিহত হয়; তাই আদর্শ যোগী সেগুলির সমাদর করেন না। মন যেহেতু অত্যন্ত চঞ্চল, তাই মনকে সর্বদা নিয়ন্ত্রণাধীন রাখা কর্তব্য। মহান যোগী সৌভরি ঋষির মনও তাঁকে এমনভাবে বিচলিত করেছিল যে, তিনি দীর্ঘ তপস্যালব্ধ যোগশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। চঞ্চল মনের প্রভাবে মহান যোগীও যোগভ্রষ্ট হয়ে অধঃপতিত হন। মন এতই চঞ্চল যে তা সিদ্ধযোগীকেও তাঁর ইন্দ্রিয়ের বশীভূত করে ফেলে। তাই ভগবান ঋষভদেব সমস্ত যোগীদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য দেহ ত্যাগ করার পন্থা প্রদর্শন করেছেন। দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট, কোঙ্ক, বেঙ্ক এবং কুটক প্রদেশে ভ্রমণ করতে করতে ঋষভদেব কুটকাচলের সমীপবর্তী বনে উপস্থিত হয়েছিলেন। হঠাৎ সেই বনে দাবানল জ্বলে ওঠে এবং তার ফলে সেই বন ও ভগবান ঋষভদেবের দেহ ভস্মীভূত হয়। ভগবান ঋষভদেবের পারমহংসলীলা কোঙ্ক, বেঙ্ক এবং কুটকের রাজা অবগত ছিলেন। সেই রাজার নাম ছিল অর্হৎ। পরে সেই মন্দমতি রাজা ভগবানের দৈবী মায়ায় বিমোহিত হয়ে জৈন মত প্রবর্তন করেছিলেন। ভগবান ঋষভদেব অবতীর্ণ হয়ে মোক্ষ ধর্ম উপদেশ দিয়ে, সব রকম নাস্তিক্যবাদের বিনাশ করেন। এই পৃথিবীতে ভারতবর্ষ অত্যন্ত পুণ্যভূমি, কারণ ভগবান সেখানে অবতীর্ণ হন।

যোগীরা যে সিদ্ধি লাভের প্রয়াস করেন, ঋষভদেব সেই সমস্ত সিদ্ধি উপেক্ষা করেছিলেন। কারণ ভগবদ্ভক্তির মাধুর্য এমনই যে, ভগবদ্ভক্তের যোগসিদ্ধির প্রতি আর কোন রকম আকর্ষণ থাকে না। যোগেশ্বর কৃষ্ণ তাঁর ভক্তের হয়ে সমস্ত যোগসিদ্ধি প্রদর্শন করতে পারেন। ভগবদ্ভক্তি যোগসিদ্ধির থেকেও বহু গুণ দুর্লভ।

কখনও কখনও ভগবদ্ভক্ত মোহাচ্ছন্ন হয়ে মুক্তি এবং যোগসিদ্ধি কামনা করেন। ভগবান সেই সমস্ত ভক্তদের বাসনা পূর্ণ করেন, কিন্তু তাঁদের তিনি ভক্তি প্রদান করেন না। কিন্তু ভক্তি তাঁরাই লাভ করতে পারেন, যাঁরা মুক্তি অথবা যোগসিদ্ধি কামনা করেন না।

শ্লোক ১

রাজোবাচ

ন নূনং ভগব আত্মারামাণাং যোগসমীরিতজ্ঞানাবভর্জিতকর্মবীজানামৈশ্বর্যাণি পুনঃ ক্লেশদানি ভবিতুমর্হন্তি যদৃচ্ছয়োপগতানি ॥ ১ ॥

রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন; **ন**—না; **নূনম্**—নিশ্চিতভাবে; **ভগবঃ**—হে পরম শক্তিমান শুকদেব গোস্বামী; **আত্মারামাণাম্**—ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত শুদ্ধ ভক্তদের; **যোগ-সমীরিত**—যোগ সাধনের দ্বারা লব্ধ; **জ্ঞান**—জ্ঞানের দ্বারা; **অবভর্জিত**—দগ্ধ; **কর্ম-বীজানাম্**—সকাম কর্মের বীজের; **ঐশ্বর্যাণি**—যোগসিদ্ধি; **পুনঃ**—পুনরায়; **ক্লেশদানি**—ক্লেশের কারণ; **ভবিতুম্**—হওয়ার জন্য; **অর্হন্তি**—সমর্থ; **যদৃচ্ছয়া**—আপনা থেকেই; **উপগতানি**—উপস্থিত হলে।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে ভগবন্, যাঁদের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে নির্মল, ভক্তিযোগ অনুশীলনের প্রভাবে তাঁরা জ্ঞান লাভ করেন এবং সকাম কর্মের প্রতি তাঁদের সমস্ত আসক্তি সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হয়ে ভস্মীভূত হয়। তখন তাঁদের কাছে সমস্ত যোগ ঐশ্বর্য আপনা থেকেই উপস্থিত হলেও তা তাঁদের কাছে ক্লেশদায়ক হয় না। তাহলে ঋষভদেব কেন সেগুলি অঙ্গীকার করলেন না?

তাৎপর্য

শুদ্ধ ভক্ত নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন। ভগবানের সেবা করার জন্য তাঁর যা কিছু প্রয়োজন হয়, তা তিনি আপনা থেকেই লাভ করেন, যদিও মনে হতে পারে যে, তা যেন তাঁর যোগসিদ্ধির ফল। কখনও কখনও যোগীরা এক টুকরো সোনা তৈরি করে তাদের যোগশক্তি প্রদর্শন করে। এবং তার ফলে মূর্খ লোকেরা মোহিত হয়ে, সেই অতি নগণ্য ব্যক্তিকে পরমেশ্বর ভগবান বলে মনে করে তার অনুগমন করে। অনেক সময় এই সমস্ত যোগীরা নিজেরাই নিজেদের

ভগবান বলে জাহির করতে চায়। কিন্তু, ভক্তকে কখনও এই ধরনের ভেলকিবাজি দেখাতে হয় না। যোগসাধনা না করেই ভগবদ্ভক্ত সারা পৃথিবী জুড়ে অসীম সম্পদ লাভ করেন। তাই ঋষভদেব এই ধরনের যোগসিদ্ধি প্রদর্শন করতে চাননি, এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করেছেন তিনি কেন সেগুলি গ্রহণ করেননি, কারণ ভগবদ্ভক্তের কাছে তা মোটেই ক্লেশদায়ক নয়। ভগবদ্ভক্ত কখনই জড় ঐশ্বর্যের প্রভাবে বিচলিত হন না অথবা প্রসন্ন হন না। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে কিভাবে তিনি ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করবেন। ভগবানের কৃপায় ভক্ত যদি অতুল সম্পদ লাভ করেন, তাহলে তিনি ভগবানের সেবাতেই তার সদ্ব্যবহার করেন। তিনি কখনও ঐশ্বর্যের দ্বারা বিচলিত হন না।

শ্লোক ২

ঋষিরুবাচ

সত্যমুক্তং কিন্ত্বিহ বা একে ন মনসোঽদ্ধা বিশ্রম্ভমনবস্থানস্য শঠকিরাত ইব সঙ্গচ্ছন্তে ॥ ২ ॥

ঋষিঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **সত্যম্**—ঠিক; **উক্তম্**—বলেছেন; **কিন্তু**—কিন্তু; **ইহ**—এই জড় জগতে; **বা**—অথবা; **একে**—কিছু; **ন**—না; **মনসঃ**—মনের; **অদ্ধা**—প্রত্যক্ষভাবে; **বিশ্রম্ভম্**—বিশ্বস্ত; **অনবস্থানস্য**—অস্থির হয়ে; **শঠ**—অত্যন্ত ধূর্ত; **কিরাতঃ**—ব্যাধ; **ইব**—সদৃশ; **সঙ্গচ্ছন্তে**—হয়।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী উত্তর দিলেন—হে রাজন্, আপনি যা বলেছেন তা সত্য। কিন্তু, ধূর্ত ব্যাধ যেমন পশুদের ধরার পরও তাদের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না, কারণ তারা পালিয়ে যেতে পারে, তেমনই মহাত্মাগণও চঞ্চল মনের প্রতি আস্থা স্থাপন করেন না। তাই তাঁরা সর্বদা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মনকে পর্যবেক্ষণ করেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৮/৫) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥

"যজ্ঞ, তপশ্চর্যা এবং দানরূপ কর্ম কখনও ত্যাগ করা উচিত নয়। সেগুলি সম্পাদন করা কর্তব্য। প্রকৃতপক্ষে, যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা মহাত্মাদেরও পবিত্র করে।"

যিনি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন, তাঁর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন পরিত্যাগ করা উচিত নয়। সন্ন্যাসের অর্থ এই নয় যে, সংকীর্তন যজ্ঞও ত্যাগ করতে হবে। তেমনই, দান অথবা তপস্যাও ত্যাগ করা উচিত নয়। মন এবং ইন্দ্রিয় সংযমের জন্য যোগ অনুশীলন নিষ্ঠাপূর্বক পালন করা উচিত। ভগবান ঋষভদেব দেখিয়েছেন কিভাবে কঠোর তপস্যা অনুষ্ঠান করতে হয়, এবং তিনি সকলের জন্য এক অপূর্ব আদর্শ স্থাপন করে গেছেন।

শ্লোক ৩

তথা চোক্তম্—

ন কুর্যাৎ কর্হিচিৎ সখ্যং মনসি হ্যনবস্থিতে ।
যদ্বিশ্রম্ভাচ্চিরাচ্চীর্ণং চস্কন্দ তপ ঐশ্বরম্ ॥ ৩ ॥

তথা—তেমনই; **চ**—এবং; **উক্তম্**—বলা হয়েছে; **ন**—কখনই না; **কুর্যাৎ**—করা উচিত; **কর্হিচিৎ**—কোন সময় অথবা কারোর পক্ষে; **সখ্যম্**—সখ্য; **মনসি**—মনে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অনবস্থিতে**—যা অত্যন্ত অস্থির; **যৎ**—যাতে; **বিশ্রম্ভাৎ**—অত্যধিক বিশ্বাস করার ফলে; **চিরাৎ**—দীর্ঘকাল; **চীর্ণম্**—অভ্যাস করা হয়েছে; **চস্কন্দ**—বিচলিত হয়েছে; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **ঐশ্বরম্**—শিব এবং সৌভরি ঋষির মতো মহাপুরুষদের।

অনুবাদ

পণ্ডিতেরা বলেছেন—মন স্বভাবতই অত্যন্ত চঞ্চল, তাই তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা উচিত নয়। মনের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করলে, যে কোন মুহূর্তে তা আমাদের প্রতারণা করতে পারে। দেবাদিদেব মহাদেবও ভগবানের মোহিনী মূর্তি দেখে বিচলিত হয়েছিলেন, এবং সৌভরি মুনি যোগসিদ্ধির অতি উন্নত অবস্থা থেকে অধঃপতিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যিনি পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করতে চান, তাঁর প্রথম কর্তব্য হচ্ছে মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত করা। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (১৫/৭) বলেছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥

জীব ভগবানের বিভিন্ন অংশ হওয়ার ফলে চিন্ময়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা এই জড় জগতে মন এবং ইন্দ্রিয়ের প্রভাবে জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে নিরন্তর নানা রকম দুঃখকষ্ট ভোগ করছে। এই নিরর্থক জীবন সংগ্রাম থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে সুখী হতে হলে, মানুষকে তার মন ও ইন্দ্রিয় সংযম করতে হবে এবং জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হবে। তপস্যা কখনই ত্যাগ করা উচিত নয়। কিভাবে তপস্যা করতে হয় তা ঋষভদেব স্বয়ং আমাদের দেখিয়েছেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৯/১৯/১৭) বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥

স্ত্রীসঙ্গ করার সময় গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারী সকলকেই অত্যন্ত সাবধান হওয়া উচিত। নির্জন স্থানে মাতা অথবা ভগিনী অথবা কন্যার সঙ্গেও একসাথে বসা উচিত নয়। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে, বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে। তাই অনেক সময় অনেকে আমাদের সমালোচনা করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা সকলকেই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমে পারমার্থিক উন্নতি সাধনের সুযোগ দিচ্ছি। আমরা যদি নিরপরাধে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে থাকি, তাহলে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের কৃপায় কামিনীর আকর্ষণ থেকে রক্ষা পেতে পারব। কিন্তু, আমরা যদি হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনে নিষ্ঠাপরায়ণ না হই, তাহলে যে কোন মুহূর্তে আমরা রমণীর শিকার হতে পারি।

শ্লোক ৪

নিত্যং দদাতি কামস্যচ্ছিদ্রং তমনু যেঽরয়ঃ ।
যোগিনঃ কৃতমৈত্রস্য পত্যুর্জায়েব পুংশ্চলী ॥ ৪ ॥

নিত্যম্—সর্বদা; **দদাতি**—দান করে; **কামস্য**—কামের; **ছিদ্রম্**—সুযোগ; **তম্**—তা (কাম); **অনু**—অনুসরণ করে; **যে**—যারা; **অরয়ঃ**—শত্রুগণ; **যোগিনঃ**—যোগীদের অথবা যাঁরা পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধনে চেষ্টা করছেন তাঁদের; **কৃত-মৈত্রস্য**—মনকে বিশ্বাস করে; **পত্যুঃ**—পতির; **জায়া ইব**—পত্নীর মতো; **পুংশ্চলী**—অসতী বা ব্যভিচারিণী।

অনুবাদ

অসতী স্ত্রী যেমন সহজেই উপপতির সঙ্গ লাভের জন্য নিজের স্বামীর প্রাণ বিনাশ করায়, তেমনই যোগী যদি তাঁর মনকে সংযত না রাখেন, তাহলে তাঁর মন কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি শত্রুদের প্রশ্রয় দিয়ে নিশ্চিতভাবে সেই যোগীকে হত্যা করবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *পুংশ্চলী* শব্দটির দ্বারা সেই স্ত্রীকে বোঝায় যে সহজেই পরপুরুষের অনুগমন করে। এই প্রকার রমণীকে কখনও বিশ্বাস করা উচিত নয়। দুর্ভাগ্যবশত, বর্তমান যুগে মেয়েদের নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে না। শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে মেয়েদের কখনও স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নয়। শৈশবে তাদের পিতার কঠোর নিয়ন্ত্রণে থাকতে হয়। যৌবনে পতির এবং বৃদ্ধ অবস্থায় উপযুক্ত পুত্রের নিয়ন্ত্রণে থাকতে হয়। তাদের যদি স্বাধীনতা দেওয়া হয় এবং অবাধে পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেওয়া হয়, তাহলে তাদের চরিত্র ভ্রষ্ট হবে। চরিত্রভ্রষ্ট রমণী উপপতির প্ররোচনায় তার স্বামীকে পর্যন্ত হত্যা করতে পারে। এখানে এই দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছে যাতে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে ইচ্ছুক যোগী সর্বদা তাঁর মনকে কঠোর নিয়ন্ত্রণের অধীনে রাখেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলতেন যে, সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই মনকে একশবার জুতা দিয়ে প্রহার করতে হবে, এবং রাত্রিবেলা ঘুমতে যাবার আগে মনকে একশবার ঝাঁটা দিয়ে প্রহার করতে হবে। তার ফলে মন সংযত থাকবে। অসংযত মন এবং অসতী স্ত্রী সমান। অসতী স্ত্রী যে-কোন সময় তার পতিকে হত্যা করতে পারে, এবং অসংযত মন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্যের দ্বারা পরিচালিত হয়ে যোগীকে হত্যা করতে পারে। যোগী যখন মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন, তখন সংসার বন্ধনে অধঃপতিত হন। তাই সর্বদা মন থেকে সাবধান থাকা উচিত, ঠিক যেভাবে ব্যভিচারিণী পত্নী থেকে পতিকে সাবধান থাকতে হয়।

শ্লোক ৫

কামো মন্যুর্মদো লোভঃ শোকমোহভয়াদয়ঃ ।
কর্মবন্ধশ্চ যন্মূলঃ স্বীকুর্যাৎ কো নু তদ্‌বুধঃ ॥ ৫ ॥

কামঃ—কাম; **মন্যুঃ**—ক্রোধ; **মদঃ**—গর্ব; **লোভঃ**—লোভ; **শোক**—শোক; **মোহ**—মোহ; **ভয়**—ভয়; **আদয়ঃ**—ইত্যাদি; **কর্ম-বন্ধঃ**—সকাম কর্মের বন্ধন; **চ**—এবং;

যৎ-মূলঃ—যার কারণ; **স্বীকুর্যাৎ**—স্বীকার করবে; **কঃ**—কে; **নু**—বাস্তবিক পক্ষে; **তৎ**—সেই মন; **বুধঃ**—কেউ যদি বুদ্ধিমান হন।

অনুবাদ

মন হচ্ছে কাম, ক্রোধ, মদ, লোভ, শোক, মোহ এবং ভয়ের মূল কারণ। এই সব একত্রে কর্মবন্ধনের সৃষ্টি করে। অতএব কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই মনকে বিশ্বাস করবেন?

তাৎপর্য

মন হচ্ছে জড় বন্ধনের মূল কারণ। তার সঙ্গে কাম, ক্রোধ, মদ, লোভ, শোক, মোহ, ভয় ইত্যাদি বহু শত্রু রয়েছে। মনকে সংযত করার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে সর্বদা কৃষ্ণভাবনাময় হওয়া (*স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ*)। যেহেতু মনের অনুগামীরা ভববন্ধনের কারণ, তাই মনকে কখনও বিশ্বাস করা উচিত নয় এবং তার থেকে সর্বদা সাবধান থাকা উচিত।

শ্লোক ৬

অথৈবমখিললোকপালললামোঽপি বিলক্ষণৈর্জড়বদবধূতবেষভাষা-চরিতৈরবিলক্ষিতভগবৎপ্রভাবো যোগিনাং সাম্পরায়বিধিমনুশিক্ষয়ন্ স্বকলেবরং জিহাসুরাত্মন্যাত্মানমসংব্যবহিতমনর্থান্তরভাবেনান্বীক্ষমাণ উপরতানুবৃত্তিরুপররাম ॥ ৬ ॥

অথ—তারপর; **এবম্**—এইভাবে; **অখিল-লোক-পাল-ললামঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত রাজা এবং সম্রাটদের নেতা; **অপি**—যদিও; **বিলক্ষণৈঃ**—বিবিধ; **জড়-বৎ**—মূঢ়বৎ; **অবধূত-বেষ-ভাষা-চরিতৈঃ**—অবধূতের বেশ, ভাষা এবং আচরণের দ্বারা; **অবিলক্ষিত-ভগবৎ-প্রভাবঃ**—ভগবানের ঐশ্বর্য গোপন রেখে (নিজেকে একজন সাধারণ মানুষের মতো প্রদর্শন করে); **যোগিনাম্**—যোগিদের; **সাম্পরায়-বিধিম্**—দেহত্যাগের বিধি; **অনুশিক্ষয়ন্**—শিক্ষা দিয়ে; **স্ব-কলেবরম্**—তাঁর দেহ, যা কোন মতেই জড় ছিল না; **জিহাসুঃ**—একজন সাধারণ মানুষের মতো পরিত্যাগ করার বাসনায়; **আত্মনি**—আদি পুরুষ বাসুদেবকে; **আত্মানম্**—ভগবান বিষ্ণুর আবেশ অবতার ঋষভদেব স্বয়ং; **অসংব্যবহিতম্**—মায়ার ব্যবধান রহিত; **অনর্থ-অন্তর-ভাবেন**—স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুর পদে; **অন্বীক্ষমানঃ**—সর্বক্ষণ দর্শন করে; **উপরত-**

অনুবৃত্তিঃ—তিনি এমনভাবে আচরণ করছিলেন যেন তিনি তাঁর জড় দেহ ত্যাগ করছেন; **উপররাম**—এই লোকের রাজারূপে তাঁর লীলা সংবরণ করেছিলেন।

অনুবাদ

ভগবান ঋষভদেব এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত রাজা এবং সম্রাটদের শিরোভূষণ ছিলেন, কিন্তু তিনি অবধূতের বেশ, ভাষা এবং চরিত্র অবলম্বন করে জড়বৎ অবস্থান করছিলেন বলে, তখন কেউই তাঁর দিব্য ঐশ্বর্য দর্শন করতে পারেনি। তিনি যোগীদের দেহত্যাগ করার প্রক্রিয়া শিক্ষা দেওয়ার জন্য এইভাবে আচরণ করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, বাসুদেব কৃষ্ণের অংশ-অবতাররূপে তাঁর মূলস্থিতি তিনি সর্বদাই বজায় রেখেছিলেন। সেই অবস্থায় নিরন্তর অবস্থান করে তিনি ঋষভদেব রূপে এই জড় জগতে তাঁর লীলা সংবরণ করেছিলেন। ভগবান ঋষভদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কেউ যদি তাঁর সূক্ষ্ম দেহ ত্যাগ করতে পারেন, তাহলে আর তাঁর জড় দেহ ধারণ করার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/৯) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যে ব্যক্তি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানে, তাকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, পক্ষান্তরে সে আমার নিত্যধাম লাভ করে।"

ভগবানের নিত্যদাস হতে পারলেই কেবল তা সম্ভব হয়। নিজের স্বরূপ এবং ভগবানের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা অবশ্য কর্তব্য। উভয়েরই স্বরূপ চিন্ময়। ভগবানের নিত্য দাসত্ব বরণ করতে পারলেই, এই জড় জগতে পুনর্জন্ম গ্রহণ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। কেউ যদি চিন্ময় চেতনায় অবস্থিত হয়ে নিজেকে ভগবানের নিত্যদাস রূপে চিন্তা করেন, তাহলে তাঁর জড়দেহ পরিত্যাগ করার সময় তিনি সাফল্য লাভ করবেন।

শ্লোক ৭

তস্য হ বা এবং মুক্তলিঙ্গস্য ভগবত ঋষভস্য যোগমায়া বাসনয়া দেহ ইমাং জগতীমভিমানাভাসেন সংক্রমমাণঃ কোঙ্কবেঙ্ককুটকান্দক্ষিণ-

কর্ণাটকান্দেশান্ যদৃচ্ছয়োপগতঃ কুটকাচলোপবন আস্যকৃতাশ্মকবল উন্মাদ ইব মুক্তমূর্ধজোঽসংবীত এব বিচচার ॥ ৭ ॥

তস্য—তাঁর (ভগবান ঋষভদেবের); **হ বা**—হলেও; **এবম্**—এইভাবে; **মুক্ত-লিঙ্গস্য**—সূক্ষ্ম এবং স্থূল দেহাত্মবুদ্ধি রহিত; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **ঋষভস্য**—ভগবান ঋষভদেবের; **যোগ-মায়া-বাসনয়া**—যোগমায়া রচিত লীলা-বিলাসের দ্বারা; **দেহঃ**—দেহ; **ইমাম্**—এই; **জগতীম্**—পৃথিবী; **অভিমান-আভাসেন**—আপাতদৃষ্টিতে পঞ্চভূতাত্মক দেহ সমন্বিত; **সংক্রমমাণঃ**—পর্যটন করতে করতে; **কোঙ্ক-বেঙ্ক-কুটকান্**—কোঙ্ক, বেঙ্ক এবং কুটক; **দক্ষিণ**—দক্ষিণ ভারতে; **কর্ণাটকান্**—কর্ণাটক প্রদেশে; **দেশান্**—সমস্ত দেশে; **যদৃচ্ছয়া**—নিজের ইচ্ছাক্রমে; **উপগতঃ**—উপস্থিত হয়ে; **কুটকাচল-উপবনে**—কুটকাচল পর্বতের সমীপবর্তী বনে; **আস্য**—মুখের মধ্যে; **কৃত-অশ্ম-কবলঃ**—মুখের মধ্যে পাথর নিক্ষেপ করে; **উন্মাদঃ ইব**—উন্মাদের মতো; **মুক্ত-মূর্ধজঃ**—আলুলায়িত কেশে; **অসংবীতঃ**—নগ্ন; **এব**—ঠিক; **বিচচার**—ভ্রমণ করতে লাগলেন।

অনুবাদ

প্রকৃতপক্ষে ঋষভদেবের কোন জড় শরীর ছিল না, কিন্তু যোগমায়ার প্রভাবে তিনি তাঁর দেহকে জড় বলে মনে করেছিলেন, এবং যেহেতু তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো লীলাবিলাস করছিলেন, তাই তিনি তাঁর দেহাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করেছিলেন। এইভাবে স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহ অভিমান পরিত্যাগ করে ভ্রমণ করতে করতে তিনি দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক প্রদেশের কোঙ্ক, বেঙ্ক ও কুটক প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করে, তাঁর ইচ্ছা অনুসারে কুটকাচল পর্বতের সমীপবর্তী উপবনে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে তিনি তাঁর মুখের মধ্যে কতকগুলি পাথরের টুকরো নিক্ষেপ করে, উন্মাদের মতো মুক্তকেশে দিগম্বর বেশে ভ্রমণ করতে লাগলেন।

শ্লোক ৮

অথ সমীরবেগবিধূতবেণুবিকর্ষণজাতোগ্রদাবানলস্তদ্বনমালেলিহানঃ সহ তেন দদাহ ॥ ৮ ॥

অথ—তারপর; **সমীর-বেগ**—বায়ুর বেগে; **বিধূত**—কম্পিত; **বেণু**—বাঁশের; **বিকর্ষণ**—ঘর্ষণের দ্বারা; **জাত**—উৎপন্ন; **উগ্র**—প্রচণ্ড; **দাব-অনলঃ**—দাবানল; **তৎ**—

তা; **বনম্**—কুটকাচলের নিকটবর্তী বন; **আলেলিহানঃ**—সর্বগ্রাসী; **সহ**—সহ; **তেন**—সেই শরীর; **দদাহ**—ভস্মীভূত হয়েছিল।

অনুবাদ

তিনি যখন এইভাবে ভ্রমণ করছিলেন, তখন বায়ুবেগে সেই বনের বাঁশের মধ্যে সংঘর্ষণের ফলে প্রচণ্ড দাবানল প্রজ্বলিত হয়েছিল। সেই দাবানল ভগবান ঋষভদেবের দেহসহ কুটকাচলের সমীপবর্তী সেই বনটিকে ভস্মীভূত করেছিল।

তাৎপর্য

এই প্রকার দাবানল পশুদের শরীর ভস্মীভূত করতে পারে, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে যদিও মনে হয়েছিল যে ঋষভদেবের শরীর ভস্মীভূত হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয়নি। ভগবান ঋষভদেব হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরমাত্মা এবং তিনি কখনও দাবানলে দগ্ধ হতে পারেন না। *ভগবদ্‌গীতায়* বলা হয়েছে *অদাহ্যহয়ম্*—আত্মা কখনও আগুনের দ্বারা দগ্ধ হয় না। প্রকৃতপক্ষে ঋষভদেবের উপস্থিতির ফলে, সেই বনের সমস্ত পশুরাও জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছিল।

শ্লোক ৯

যস্য কিলানুচরিতমুপাকর্ণ্য কোঙ্কবেঙ্ককুটকানাং রাজার্হন্নামোপশিক্ষ্য কলাবধর্ম উৎকৃষ্যমাণে ভবিতব্যেন বিমোহিতঃ স্বধর্মপথমকুতোভয়মপ-হায় কুপথপাখণ্ডমসমঞ্জসং নিজমনীষয়া মন্দঃ সম্প্রবর্তয়িষ্যতে ॥ ৯ ॥

যস্য—যাঁর (ভগবান ঋষভদেব); **কিল অনুচরিতম্**—পরমহংসরূপ লীলা; **উপাকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **কোঙ্ক-বেঙ্ক-কুটকানাম্**—কোঙ্ক, বেঙ্ক এবং কুটক প্রদেশের; **রাজা**—রাজা; **অর্হৎ-নাম**—অর্হৎ নামক (বর্তমানে জৈন নামে পরিচিত); **উপশিক্ষ্য**—ঋষভদেবের পরমহংস-লীলা অনুকরণ করে; **কলৌ**—এই কলিযুগে; **অধর্মে উৎকৃষ্যমাণে**—অধর্ম বর্ধিত হওয়ায়; **ভবিতব্যেন**—ভবিতব্যের ফলে; **বিমোহিতঃ**—মোহিত; **স্ব-ধর্ম-পথম্**—ধর্মপথ; **অকুতঃ-ভয়ম্**—সর্ব প্রকার ভয় থেকে মুক্ত; **অপহায়**—(সত্য, শৌচ, শম, দম, সরলতা, ধর্ম, জ্ঞানের সৎ প্রয়োগ ইত্যাদি) পরিত্যাগ করে; **কু-পথ-পাখণ্ডম্**—নাস্তিক্যবাদের অসৎ পথ; **অসমঞ্জসম্**—বেদ বিরুদ্ধ; **নিজ-মনীষয়া**—নিজের বুদ্ধির দ্বারা; **মন্দঃ**—অত্যন্ত মূর্খ; **সম্প্রবর্তয়িষ্যতে**—প্রচার করবে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বললেন—হে রাজন্, ঋষভদেবের কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করে এবং তাঁর অনুকরণে কোঙ্ক, বেঙ্ক এবং কুটকের রাজা অর্হৎ এক নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করেছিলেন। পাপময় কলিযুগের সুযোগ গ্রহণ করে, রাজা অর্হৎ বিমূঢ় হয়ে এবং সমস্ত ভয় অপনোদনকারী বৈদিক ধর্মপথ পরিত্যাগ করে, নিজের মনগড়া এক বেদবিরুদ্ধ ধর্মমত প্রবর্তন করেছিলেন। এইভাবে জৈনধর্মের সূচনা হয়। অন্য অনেক তথাকথিত ধর্মও এই নাস্তিক্য মত অনুসরণ করেছিল।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ যখন এই পৃথিবীতে প্রকট ছিলেন, তখন পৌণ্ড্রক নামক এক ব্যক্তি নারায়ণের চতুর্ভুজ রূপের অনুকরণ করে, নিজেকে পরমেশ্বর ভগবান বলে ঘোষণা করেছিল। সে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চেয়েছিল। তেমনই, ভগবান ঋষভদেবের সময়েও কোঙ্ক এবং বেঙ্ক প্রদেশের রাজা পরমহংসের মতো আচরণ করে ভগবান ঋষভদেবের অনুকরণ করেছিল। সে এক নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করে কলিযুগের মানুষদের অধঃপতিত অবস্থার সুযোগ নিয়েছিল। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয় যে, এই যুগের মানুষেরা যে কোন ব্যক্তিকে পরমেশ্বর ভগবান বলে গ্রহণ করবে এবং বেদবিরুদ্ধ যে কোন মতকে ধর্ম বলে গ্রহণ করবে। এই যুগের মানুষদের *মন্দাঃ সুমন্দ-মতয়ঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সাধারণত তাদের কোন আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি নেই এবং তাই তারা অত্যন্ত অধঃপতিত। তার ফলে তারা যে কোন মতকে ধর্ম বলে গ্রহণ করবে। তাদের দুর্ভাগ্যের ফলে তারা বৈদিক নীতি ভুলে যাবে। এই যুগে অবৈদিক মত অনুসরণ করে, তারা নিজেদের ভগবান বলে মনে করবে এবং সারা পৃথিবী জুড়ে নাস্তিক্যবাদ প্রচার করবে।

শ্লোক ১০

যেন হ বাব কলৌ মনুজাপসদা দেবমায়ামোহিতাঃ স্ববিধিনিয়োগ-
শৌচচারিত্রবিহীনা দেবহেলনান্যপব্রতানি নিজনিজেচ্ছয়া গৃহ্ণানা
অস্নানানাচমনাশৌচকেশোল্লুঞ্চনাদীনি কলিনাধর্মবহুলেনোপহতধিয়ো
ব্রহ্মব্রাহ্মণযজ্ঞপুরুষলোকবিদূষকাঃ প্রায়েণ ভবিষ্যন্তি ॥ ১০ ॥

যেন—পাষণ্ড মতের দ্বারা; **হ বাব**—নিশ্চিতভাবে; **কলৌ**—এই কলিযুগে; **মনুজ-অপসদাঃ**—নরাধম; **দেব-মায়া-মোহিতাঃ**—ভগবানের দৈবী মায়ার দ্বারা বিমোহিত হয়ে; **স্ব-বিধি-নিয়োগ-শৌচ-চারিত্র-বিহীনাঃ**—বর্ণাশ্রম ধর্মবিধি এবং শৌচ আচারবিহীন; **দেব-হেলনানি**—পরমেশ্বর ভগবানকে অবহেলা; **অপব্রতানি**—অপবিত্র ব্রত; **নিজ-নিজ-ইচ্ছয়া**—নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে; **গৃহ্নানাঃ**—স্বীকার করে; **অস্নান-অনাচমন-অশৌচ-কেশ-উল্লুঞ্চন-আদীনি**—স্নান না করা, আচমন না করা, অশৌচ এবং কেশ উৎপাটন আদি অনাচার; **কলিনা**—কলিযুগের প্রভাবের দ্বারা; **অধর্ম-বহুলেন**—অধর্মের প্রাচুর্যের ফলে; **উপহতধিয়ঃ**—যার শুদ্ধ চেতনা বিনষ্ট হয়েছে; **ব্রহ্ম-ব্রাহ্মণ-যজ্ঞ-পুরুষ-লোক-বিদূষকাঃ**—বেদ, ব্রাহ্মণ, যজ্ঞ, ভগবান এবং ভক্তদের নিন্দক; **প্রায়েণ**—প্রায় সম্পূর্ণরূপে; **ভবিষ্যন্তি**—হবে।

অনুবাদ

তার ফলে নরাধমেরা দৈবী মায়ায় বিমোহিত হয়ে, বর্ণাশ্রম ধর্মের বিধিনিষেধ পরিত্যাগ করবে। তারা দিনে তিনবার স্নান এবং ভগবানের আরাধনা পরিত্যাগ করবে। শৌচাচার পরিত্যাগ করে এবং পরমেশ্বর ভগবানকে অবজ্ঞা করে তারা কুসিদ্ধান্তসমূহ স্বীকার করবে। নিয়মিতভাবে স্নান না করে এবং আচমন না করে তারা সর্বদা অশৌচ থাকবে, এবং তারা তাদের কেশ উৎপাটন করবে। মনগড়া ধর্ম অনুষ্ঠান করে, তারা তাদের প্রভাব বিস্তার করবে। এই কলিযুগে, মানুষেরা অধর্মের প্রতি অধিক অনুরক্ত। তার ফলে সেই সমস্ত মানুষেরা স্বাভাবিকভাবেই বেদ, বেদানুগ ব্রাহ্মণ, ভগবান এবং ভক্তদের উপহাস করবে।

তাৎপর্য

বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশের হিপিরা এই বর্ণনার সঙ্গে ঠিক মিলে যায়। তারা দায়িত্বহীন এবং অসংযত। তারা স্নান করে না এবং তত্ত্বজ্ঞানের অবজ্ঞা করে। তারা তাদের মনগড়া জীবনশৈলী এবং ধর্মমত তৈরি করে। আধুনিক যুগের এই সমস্ত হিপিরা পরমহংস রূপে লীলা-বিলাসকারী ভগবান ঋষভদেবের অনুকরণকারী রাজা অর্হতের বংশধর। রাজা অর্হৎ বিচার করে দেখেনি যে, ভগবান ঋষভদেব যদিও উন্মাদের মতো আচরণ করছিলেন, কিন্তু তাঁর বিষ্ঠা এবং মূত্র এতই সুগন্ধযুক্ত ছিল যে, তা বহু যোজন বিস্তৃত স্থানকে সুরভিত করেছিল। রাজা অর্হতের অনুগামীদের বলা হয় জৈন, এবং পরবর্তী কালে অন্য অনেকে তাদের অনুসরণ করেছিল, বিশেষ করে বর্তমান সময়ের হিপিরা, যারা এক প্রকার মায়াবাদী কারণ

তারা নিজেদের ভগবান বলে মনে করে। এই প্রকার মানুষেরা বেদের প্রকৃত অনুগামী আদর্শ ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধা করে না। এমনকি তাদের পরব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিও কোন শ্রদ্ধা নেই। এই কলিযুগের প্রভাবে তারা নানা প্রকার মনগড়া ধর্মমত তৈরি করে।

শ্লোক ১১

তে চ হ্যর্বাক্তনয়া নিজলোকযাত্রয়ান্ধপরম্পরয়াশ্বস্তাস্তমস্যন্ধে স্বয়মেব প্রপতিষ্যন্তি ॥ ১১ ॥

তে—যারা বেদের অনুসরণ করে না; **চ**—এবং; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অর্বাক্তনয়া**—বৈদিক ধর্মের শাশ্বত পন্থা থেকে বিচ্যুত হয়ে; **নিজ-লোক-যাত্রয়া**—স্বেচ্ছাকৃত প্রবৃত্তির দ্বারা; **অন্ধ-পরম্পরয়া**—অন্ধ এবং অজ্ঞানের পরম্পরা; **আশ্বস্তাঃ**—অনুপ্রাণিত হয়ে; **তমসি**—অজ্ঞানের অন্ধকারে; **অন্ধে**—অন্ধ; **স্বয়ম্ এব**—নিজেরা; **প্রপতিষ্যন্তি**—অধঃপতিত হবে।

অনুবাদ

এই সমস্ত নরাধমেরা বেদবিরোধী ধর্মমত প্রবর্তন করে। তাদের মনগড়া মতবাদের অনুসরণ করে তারা আপনা থেকেই ঘোর তমিস্রে প্রবিষ্ট হয়।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে *ভগবদ্গীতার* ষোড়শ অধ্যায়ে আসুরিক প্রবৃত্তির পরিণতির বর্ণনা দ্রষ্টব্য। (*ভগবদ্গীতা* ১৬/১৬ এবং ১৬/২৩)।

শ্লোক ১২

অয়মবতারো রজসোপপ্লুতকৈবল্যোপশিক্ষণার্থঃ ॥ ১২ ॥

অয়ম্ অবতারঃ—এই অবতার (ভগবান ঋষভদেব); **রজসা**—রজ গুণের দ্বারা; **উপপ্লুত**—আচ্ছন্ন; **কৈবল্য-উপশিক্ষণ-অর্থঃ**—মানুষদের মুক্তির পন্থা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার জন্য।

অনুবাদ

এই কলিযুগে মানুষেরা রজ এবং তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন। ভগবান ঋষভদেব তাদের মায়ার বন্ধন থেকে উদ্ধার করার জন্য অবতরণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

কলিযুগের লক্ষণ সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতের* দ্বাদশ স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। *লাবণ্যং কেশ-ধারণম্* । অধঃপতিত জীবেরা যে কিভাবে আচরণ করবে তা সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে। তারা লম্বা চুল রেখে নিজেদের খুব সুন্দর বলে মনে করবে, অথবা তারা জৈনদের মতো কেশ উৎপাটন করবে। তারা অত্যন্ত নোংরা থাকবে এবং তাদের মুখ পর্যন্ত ধোবে না। জৈনরা বলে যে, ভগবান ঋষভদেব হচ্ছেন তাদের আদি গুরু। তারা যদি ঋষভদেবের ঐকান্তিক অনুগামী হয়, তাহলে তাঁর নির্দেশ পালন করা তাদের অবশ্যই কর্তব্য। এই স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে ঋষভদেব তাঁর এক শত পুত্রদের মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন। কেউ যদি প্রকৃতই ঋষভদেবের অনুগমন করেন, তাহলে তিনি অবশ্যই মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন। কেউ যদি পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত ঋষভদেবের উপদেশগুলি অনুসরণ করেন, তাহলে অবশ্যই তিনি মুক্ত হবেন। এই সমস্ত অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করার জন্যই ঋষভদেব বিশেষ করে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৩

তস্যানুগুণান্ শ্লোকান্ গায়ন্তি—
অহো ভুবঃ সপ্তসমুদ্রবত্যা
দ্বীপেষু বর্ষেষ্বধিপুণ্যমেতৎ ।
গায়ন্তি যত্রত্যজনা মুরারেঃ
কর্মাণি ভদ্রাণ্যবতারবন্তি ॥ ১৩ ॥

তস্য—তাঁর (ভগবান ঋষভদেবের); **অনুগুণান্**—মুক্তির উপদেশ অনুসারে; **শ্লোকান্**—শ্লোকসমূহ; **গায়ন্তি**—গান করেন; **অহো**—আহা; **ভুবঃ**—এই পৃথিবীর; **সপ্ত-সমুদ্র-বত্যাঃ**—সপ্ত সমুদ্র সমন্বিত; **দ্বীপেষু**—দ্বীপের মধ্যে; **বর্ষেষু**—বর্ষের মধ্যে; **অধিপুণ্যম্**—অন্য সমস্ত দ্বীপের থেকে অধিক পবিত্র; **এতৎ**—এই (ভারতবর্ষ); **গায়ন্তি**—গান করেন; **যত্রত্য-জনাঃ**—এই ভূভাগের মানুষেরা; **মুরারেঃ**—ভগবান মুরারির; **কর্মাণি**—কার্যকলাপ; **ভদ্রাণি**—শুভ; **অবতারবন্তি**—ঋষভদেবের মতো বিভিন্ন অবতারে।

অনুবাদ

পণ্ডিতেরা ঋষভদেবের দিব্য গুণাবলী বর্ণনা করে এই প্রকার শ্লোকসমূহ কীর্তন করেন—"আহা, সপ্ত-সাগর এবং সপ্ত-দ্বীপ সমন্বিতা পৃথিবীর মধ্যে এই ভারতবর্ষই সব চাইতে পবিত্র স্থান, কারণ এখানে সকলেই ঋষভদেব আদি ভগবানের অবতারদের মহিমা কীর্তন করেন। মানব সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য এই সমস্ত কার্যকলাপ অত্যন্ত পবিত্র।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার ।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥

এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভারতবর্ষ হচ্ছে সব চাইতে পুণ্যভূমি। যাঁরা বেদের অনুগামী তাঁরা ভগবানের বিভিন্ন অবতার সম্বন্ধে অবগত, এবং তাঁরা বৈদিক নির্দেশ অনুসারে ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন। মনুষ্য-জন্মের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করার পর, তাঁদের কর্তব্য সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষের কাছে তাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রচার করা। সেটিই হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা। এই শ্লোকে *অধিপুণ্যম্* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, সমগ্র পৃথিবীতে অবশ্যই বহু পুণ্যবান ব্যক্তি রয়েছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষেরা সব চাইতে পুণ্যবান। তাই তারা সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের যোগ্য। শ্রীল মধবাচার্যও ভারতবর্ষের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করে বলেছেন—*বিশেষাদ্ ভারতে পুণ্যম্* । সারা পৃথিবীতে ভগবদ্ভক্তির কোন প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষেরা তা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। এইভাবে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করে এবং তারপর সকলের মঙ্গলের জন্য সারা পৃথিবী জুড়ে সেই পন্থা প্রচার করে, প্রতিটি ভারতবাসী তাঁর জীবন সার্থক করতে পারেন।

শ্লোক ১৪

অহো নু বংশো যশসাবদাতঃ
প্রৈয়ব্রতো যত্র পুমান্ পুরাণঃ ।
কৃতাবতারঃ পুরুষঃ স আদ্য-
শ্চচার ধর্মং যদকর্মহেতুম্ ॥ ১৪ ॥

অহো—আহা; **নু**—নিশ্চিতভাবে; **বংশঃ**—বংশ; **যশসা**—বিপুল কীর্তিসম্পন্ন; **অবদাতঃ**—সুনির্মল; **প্রৈয়ব্রতঃ**—মহারাজ প্রিয়ব্রতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত; **যত্র**—যেখানে; **পুমান্**—পরম পুরুষ; **পুরাণঃ**—আদি; **কৃত-অবতারঃ**—অবতরণ করে; **পুরুষঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **সঃ**—তিনি; **আদ্যঃ**—আদি পুরুষ; **চচার**—আচরণ করেছিলেন; **ধর্মম্**—ধর্ম; **যৎ**—যা থেকে; **অকর্ম-হেতুম্**—সকাম কর্মের সমাপ্তির কারণ।

অনুবাদ

"আহা, প্রিয়ব্রতের বংশ সম্বন্ধে আমি কি বলব, যা অত্যন্ত নির্মল এবং বিখ্যাত। এই বংশে পুরাণ পুরুষ আদি দেব ভগবান অবতীর্ণ হয়ে সকাম কর্মের নিবৃত্তিসাধক ধর্মের আচরণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

মানব সমাজে বহু বংশ রয়েছে যাতে পরমেশ্বর ভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং শ্রীরামচন্দ্র ইক্ষ্বাকু বা রঘুবংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তেমনই, ভগবান ঋষভদেব রাজা প্রিয়ব্রতের বংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই সমস্ত বংশ অত্যন্ত বিখ্যাত, এবং তাদের মধ্যে প্রিয়ব্রতের বংশ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ।

শ্লোক ১৫

কো ন্বস্য কাষ্ঠামপরোঽনুগচ্ছে-
ন্মনোরথেনাপ্যভবস্য যোগী ।
যো যোগমায়াঃ স্পৃহয়ত্যুদস্তা
হ্যসত্তয়া যেন কৃতপ্রযত্নাঃ ॥ ১৫ ॥

কঃ—কে; **নু**—নিশ্চিতভাবে; **অস্য**—ভগবান ঋষভদেবের; **কাষ্ঠাম্**—আদর্শ; **অপরঃ**—অন্য; **অনুগচ্ছেৎ**—অনুগমন করতে পারে; **মনঃ-রথেন**—মনের দ্বারা; **অপি**—ও; **অভবস্য**—জন্মরহিত; **যোগী**—যোগী; **যঃ**—যিনি; **যোগ-মায়াঃ**—যোগসিদ্ধি; **স্পৃহয়তি**—বাসনা করেন; **উদস্তাঃ**—ঋষভদেব কর্তৃক পরিত্যক্ত; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অসত্তয়া**—অসৎ হওয়ার ফলে; **যেন**—যাঁর দ্বারা, ঋষভদেব; **কৃত-প্রযত্নাঃ**—সেবা করতে আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও।

অনুবাদ

"এমন কোন যোগী কি আছেন যিনি মনের দ্বারাও ঋষভদেবের আদর্শ অনুসরণ করতে পারেন? যোগীরা যে সমস্ত সিদ্ধি লাভের জন্য লালায়িত, ভগবান ঋষভদেব সেগুলি 'অসৎ' বলে পরিত্যাগ করেছিলেন। এমন কোন্ যোগী আছেন ঋষভদেবের সঙ্গে যাঁর তুলনা করা যায়?"

তাৎপর্য

সাধারণত যোগীরা অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাকাম্য, প্রাপ্তি, ঈশিতা, বশিতা এবং কামাবশায়িতা—এই অষ্ট প্রকার যোগ সিদ্ধি কামনা করে। কিন্তু ভগবান ঋষভদেব এই সমস্ত জড় বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করেননি। এই সিদ্ধিগুলি ভগবানের মায়া কর্তৃক প্রদত্ত হয়। যোগসাধনার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের কৃপা এবং আশ্রয় লাভ করা। কিন্তু যোগমায়া সেই উদ্দেশ্যকে আচ্ছাদিত করে রাখে। তথাকথিত যোগীরা তাই অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি আদি 'অসৎ' যোগসিদ্ধির দ্বারা মোহিত হয়। তাই ভগবান ঋষভদেবের সঙ্গে সাধারণ যোগীদের তুলনা করা যায় না।

শ্লোক ১৬

ইতি হ স্ম সকলবেদলোকদেবব্রাহ্মণগবাং পরমগুরোর্ভগবত ঋষভাখ্যস্য বিশুদ্ধাচরিতমীরিতং পুংসাং সমস্তদুশ্চরিতাভিহরণং পরমমহামঙ্গলায়নমিদম-নুশ্রদ্ধয়োপচিতয়ানুশৃণোত্যাশ্রাবয়তি বাবহিতো ভগবতি তস্মিন্ বাসুদেব একান্ততো ভক্তিরনয়োরপি সমনুবর্ততে ॥ ১৬ ॥

ইতি—এইভাবে; **হ স্ম**—নিশ্চিতভাবে; **সকল**—সমস্ত; **বেদ**—জ্ঞানের; **লোক**—জনসাধারণের; **দেব**—দেবতাদের; **ব্রাহ্মণ**—ব্রাহ্মণদের; **গবাম্**—গাভীদের; **পরম**—পরম; **গুরোঃ**—গুরু; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **ঋষভ-আখ্যস্য**—ঋষভদেব নামক; **বিশুদ্ধ**—শুদ্ধ; **আচরিতম্**—কার্যকলাপ; **ঈরিতম্**—এখন বিশ্লেষণ করা হয়েছে; **পুংসাম্**—জীবের; **সমস্ত**—সমস্ত; **দুশ্চরিত**—পাপকর্ম; **অভিহরণম্**—বিনাশ করে; **পরম**—অগ্রণী; **মহা**—মহান; **মঙ্গল**—কল্যাণের; **অয়নম্**—আশ্রয়; **ইদম্**—এই; **অনুশ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **উপচিতয়া**—বর্ধন করে; **অনুশৃণোতি**—মহতের কাছে শ্রবণ করেন; **আশ্রাবয়তি**—অন্যদের কাছে কীর্তন করেন; **বা**—অথবা; **অবহিতঃ**—মনোযোগ সহকারে; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান; **তস্মিন্**—তাঁকে;

বাসুদেবে—ভগবান শ্রীবাসুদেবকে; **এক-অন্ততঃ**—অনন্য; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **অনয়োঃ**—শ্রোতা এবং বক্তা উভয়েরই; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **সমনুবর্ততে**—প্রকৃতপক্ষে শুরু হয়।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—ভগবান ঋষভদেব সমস্ত বৈদিক জ্ঞান, মানুষ, দেবতা, গাভী এবং ব্রাহ্মণদের গুরু। আমি পূর্বেই তাঁর বিশুদ্ধ, দিব্য কার্যকলাপের বিস্তারিত বর্ণনা করেছি, যা সমস্ত জীবের যাবতীয় পাপকর্ম বিনাশ করে। ভগবান ঋষভদেবের লীলার এই বর্ণনা সমস্ত মঙ্গলের উৎস। যিনি আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করেন অথবা কীর্তন করেন, তিনি নিঃসন্দেহে ভগবান বাসুদেবের শ্রীপাদপদ্মে অনন্য ভক্তি লাভ করবেন।

তাৎপর্য

ভগবান ঋষভদেবের উপদেশ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি—সব যুগেরই মানুষদের জন্য। এই উপদেশের এমনই শক্তি যে, আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তা কীর্তন করার ফলে অথবা মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করার ফলে, এই কলিযুগেও মানুষ সিদ্ধিলাভ করতে পারে। সেই সিদ্ধি হচ্ছে ভগবান বাসুদেবে শুদ্ধ ভক্তি। ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের লীলা *শ্রীমদ্ভাগবতে* লিপিবদ্ধ হয়েছে, যাতে তা শ্রবণ এবং কীর্তনের ফলে মানুষ পবিত্র হতে পারে। *নিত্যং ভাগবতসেবয়া*। ভক্তদের কর্তব্য, যদি সম্ভব হয় দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করা, আলোচনা করা এবং শ্রবণ করা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও সেই উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন—*কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ*। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে অথবা *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করে, ঋষভদেব, কপিলদেব, শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ পরমেশ্বর ভগবানের লীলা এবং উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা উচিত। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত হওয়া যায়। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, যিনি ভগবানের জন্ম এবং কর্ম সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত হয়েছেন, তিনি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যান।

শ্লোক ১৭

যস্যামেব কবয় আত্মানমবিরতং বিবিধবৃজিনসংসারপরিতাপোপতপ্য-মানমনুসবনং স্নাপয়ন্তস্তয়ৈব পরয়া নির্বৃত্যা হ্যপবর্গমাত্যন্তিকং

পরমপুরুষার্থমপি স্বয়মাসাদিতং নো এবাদ্রিয়ন্তে ভগবদীয়ত্বেনৈব পরিসমাপ্তসর্বার্থাঃ ॥ ১৭ ॥

যস্যাম্ এব—যাতে (কৃষ্ণভাবনামৃত অথবা ভগবদ্ভক্তির অমৃতে); **কবয়ঃ**—বিবেকী ব্যক্তিদের; **আত্মানম্**—আত্মা; **অবিরতম্**—নিরন্তর; **বিবিধ**—নানা প্রকার; **বৃজিন**—পাপপূর্ণ; **সংসার**—জড় জগতে; **পরিতাপ**—দুর্দশা থেকে; **উপতপ্যমানম্**—দুর্দশাক্লিষ্ট; **অনুসবনম্**—নিরন্তর; **স্নাপয়ন্তঃ**—স্নান করে; **তয়া**—তার দ্বারা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **পরয়া**—মহান; **নির্বৃত্যা**—আনন্দ সহকারে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অপবর্গম্**—মুক্তি; **আত্যন্তিকম্**—অপ্রতিহত; **পরম-পুরুষ-অর্থম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ; **অপি**—যদিও; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **আসাদিতম্**—প্রাপ্ত; **নো**—না; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **আদ্রিয়ন্তে**—লাভ করার প্রচেষ্টা; **ভগবদীয়ত্বেন এব**—ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার ফলে; **পরিসমাপ্ত-সর্ব-অর্থাঃ**—যাঁদের সমস্ত জড় কামনা-বাসনার সমাপ্তি হয়েছে।

অনুবাদ

ভগবদ্ভক্তেরা জড় জগতের বিভিন্ন দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে, নিরন্তর ভগবদ্ভক্তির অমৃতে অবগাহন করেন। তার ফলে ভগবদ্ভক্ত পরম আনন্দ উপভোগ করেন, এবং মুক্তি স্বয়ং তাঁর সেবা করতে আসেন। কিন্তু তাঁরা তাঁর সেবা গ্রহণ করেন না। এমনকি ভগবান স্বয়ং তাঁদের মুক্তি দিতে চাইলেও তাঁরা তা গ্রহণ করতে চান না। ভক্তের কাছে মুক্তি নিতান্তই নগণ্য, কারণ ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবা লাভ করার ফলে, তাঁদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়ে যায় এবং তাঁদের আর কোন জড়-জাগতিক বাসনা থাকে না।

তাৎপর্য

জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে যারা মুক্তি লাভের অভিলাষী, তাদের কাছে ভগবদ্ভক্তিই হচ্ছে সর্বোত্তম প্রাপ্তি। *ভগবদ্গীতায়* (৬/২২) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ*—"তা লাভ হলে বোঝা যায় যে, তার থেকে বড় প্রাপ্তি আর কিছু নেই।" কেউ যখন ভগবান থেকে অভিন্ন ভগবানের সেবা লাভ করেন, তখন আর তার কোন জড় বাসনা থাকে না। মুক্তি মানে হচ্ছে জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি। বিলমঙ্গল ঠাকুর বলেছেন—*মুক্তিঃ মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্*। ভক্তের কাছে মুক্তি খুব একটা বড় প্রাপ্তি নয়। মুক্তির অর্থ হচ্ছে স্বরূপে অবস্থিত হওয়া। প্রতিটি জীবই তার

স্বরূপে ভগবানের নিত্যদাস; 'তাই জীব যখন ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তখন তিনি আপনা থেকেই মুক্তি লাভ করেন। তার ফলে ভগবদ্ভক্ত মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেন না, এমনকি ভগবান স্বয়ং তাঁদের তা দিতে চাইলেও তাঁরা তা গ্রহণ করতে চান না।

শ্লোক ১৮

রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্ ॥ ১৮ ॥

রাজন্—হে রাজন্; **পতিঃ**—পালক; **গুরুঃ**—গুরুদেব; **অলম্**—নিশ্চিতভাবে; **ভবতাম্**—আপনার; **যদূনাম্**—যদুবংশের; **দৈবম্**—উপাস্য বিগ্রহ; **প্রিয়ঃ**—অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু; **কুল-পতিঃ**—বংশের পতি; **ক্ব চ**—এমনকি কখনও; **কিঙ্করঃ**—দাস; **বঃ**—আপনার (পাণ্ডবদের); **অস্তু**—হোক; **এবম্**—এইভাবে; **অঙ্গ**—হে রাজন্; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ভজতাম্**—সেবারত ভক্তদের; **মুকুন্দঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **মুক্তিম্**—মুক্তি; **দদাতি**—দান করেন; **কর্হিচিৎ**—যে কোন সময়; **স্ম**—নিশ্চিতভাবে; **ন**—না; **ভক্তি-যোগম্**—প্রেমভক্তি।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, পরমেশ্বর ভগবান মুকুন্দ পাণ্ডব ও যদুদের পালক। তিনি আপনাদের গুরু, ইষ্টদেব, সখা এবং কার্যকলাপের পরিচালক। অধিক কি, তিনি কোন কোন সময় আপনাদের বার্তাবহ দূত অথবা কিঙ্করের কার্যও করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি একজন সাধারণ ভৃত্যের মতো আচরণ করেছিলেন। যাঁরা ভগবানের কৃপা লাভের জন্য তাঁর সেবায় যুক্ত, তাঁরা অনায়াসে মুক্তি লাভ করতে পারেন। কিন্তু তিনি সচরাচর কাউকে ভক্তিযোগ প্রদান করেন না।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিৎকে উপদেশ দেওয়ার সময় শুকদেব গোস্বামী মনে করেছিলেন যে, মহারাজ পরীক্ষিৎকে অনুপ্রাণিত করা সমীচীন হবে, কারণ মহারাজ পরীক্ষিৎ

হয়তো বিভিন্ন রাজবংশের মহিমার কথা চিন্তা করছিলেন। মহারাজ প্রিয়ব্রতের বংশ বিশেষভাবে মহিমান্বিত ছিল, কারণ সেই বংশে ভগবান ঋষভদেব অবতরণ করেছিলেন। তেমনই পৃথু মহারাজের জন্মগ্রহণের ফলে, ধ্রুব মহারাজের পিতা মহারাজ উত্তানপাদের বংশও মহিমান্বিত হয়েছিল। রঘুবংশ মহিমান্বিত হয়েছিল শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবের ফলে। যদু এবং কুরুবংশ যুগপৎ বর্তমান ছিল, কিন্তু এই দুই বংশের মধ্যে যদুবংশ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের ফলে অধিক মহিমান্বিত ছিল। মহারাজ পরীক্ষিৎ মনে করে থাকতে পারেন যে, কুরুবংশ হয়তো অন্যান্য বংশের মতো সৌভাগ্য সমন্বিত ছিল না, কারণ সেই বংশে ভগবান অবতরণ করেননি। তাই এই শ্লোকে শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে উৎসাহ প্রদান করেছেন।

কুরুবংশকে অধিক যশস্বী বলে মনে করা যেতে পারে, কারণ এই বংশে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত পঞ্চপাণ্ডব জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যদিও কুরুবংশে অবতীর্ণ হননি, কিন্তু তিনি পাণ্ডবদের ভক্তিতে এতই প্রসন্ন ছিলেন যে, তিনি পাণ্ডব পরিবারের পালক এবং গুরুরূপে আচরণ করেছিলেন। যদুবংশে জন্মগ্রহণ করলেও শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের প্রতি অধিক স্নেহপরায়ণ ছিলেন। তাঁর আচরণের দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রমাণ করেছিলেন যে, তিনি যদুবংশ থেকেও কুরুবংশের প্রতি অধিক অনুরক্ত ছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে, পাণ্ডবদের ভক্তিতে ঋণী হওয়ার ফলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের দূত হয়েছিলেন, এবং বহু বিপজ্জনক অবস্থায় তাঁদের পরিচালনা করেছিলেন। তাই, শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের বংশে অবতীর্ণ হননি বলে মহারাজ পরীক্ষিতের দুঃখিত হওয়ার কোন কারণ ছিল না। ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ, এবং তাঁর আচরণের দ্বারা তিনি প্রমাণ করেন যে, ভক্তদের কাছে মুক্তি মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনায়াসে মুক্তি দান করেন, কিন্তু ভক্তি দান করেন না। *মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্* । প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, ভক্তিযোগ হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে সব চাইতে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপনের ভিত্তি। তা মুক্তির থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত আপনা থেকেই মুক্তি লাভ করেন।

শ্লোক ১৯

নিত্যানুভূতনিজলাভনিবৃত্ততৃষ্ণঃ
শ্রেয়স্যতদ্রচনয়া চিরসুপ্তবুদ্ধেঃ ।
লোকস্য যঃ করুণয়াভয়মাত্মলোক-
মাখ্যান্নমো ভগবতে ঋষভায় তস্মৈ ॥ ১৯ ॥

নিত্য-অনুভূত—তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকার ফলে; **নিজ-লাভ-নিবৃত্ত-তৃষ্ণঃ**—যিনি স্বয়ং পূর্ণ হওয়ার ফলে বাসনা রহিত; **শ্রেয়সি**—জীবনের বাস্তবিক কল্যাণে; **অ-তৎ-রচনয়া**—দেহাত্মবুদ্ধির প্রভাবে জড় জগতের ক্ষেত্রে কার্যকলাপ প্রসার করে; **চির**—দীর্ঘকাল; **সুপ্ত**—নিদ্রিত; **বুদ্ধেঃ**—যাদের বুদ্ধি; **লোকস্য**—মানুষদের; **যঃ**—যিনি (ভগবান ঋষভদেব); **করুণয়া**—তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে; **অভয়ম্**—নির্ভয়; **আত্ম-লোকম্**—আত্মস্বরূপ; **আখ্যাৎ**—উপদেশ দিয়েছিলেন; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **ঋষভায়**—ভগবান ঋষভদেবকে; **তস্মৈ**—তাঁকে।

অনুবাদ

ভগবান ঋষভদেব তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত ছিলেন; তাই তিনি ছিলেন আত্মতৃপ্ত এবং তাঁর বাহ্য ইন্দ্রিয় সুখভোগের কোন বাসনা ছিল না। যেহেতু তিনি ছিলেন স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাই তাঁর কোন প্রকার সাফল্য লাভের কোন বাসনা ছিল না। যারা দেহাত্মবুদ্ধি-যুক্ত হয়ে জড় পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য বৃথা পরিশ্রম করে, তারা অবশ্যই তাদের প্রকৃত স্বার্থ সম্বন্ধে অবগত নয়। ভগবান ঋষভদেব তাঁর অহৈতুকী কৃপাবশত, আত্মার স্বরূপ এবং জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দান করেছিলেন। তাই আমরা ভগবান ঋষভদেবকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি ঋষভদেবের চরিত্র বর্ণনাকারী এই অধ্যায়ের সারাংশ স্বরূপ। পরমেশ্বর ভগবান হওয়ার ফলে ঋষভদেব স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিলেন। ভগবানের বিভিন্ন অংশস্বরূপ আমাদের মতো জীবদের ভগবান ঋষভদেবের উপদেশ অনুসরণ করে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া উচিত। দেহাত্মবুদ্ধিতে মগ্ন হয়ে অনর্থক দেহের চাহিদাগুলি বৃদ্ধি করা উচিত নয়। কেউ যখন আত্মাকে উপলব্ধি করেন, তখন তিনি তাঁর চিন্ময় স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রসন্ন হন। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৪) সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—*ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি*। সেটিই হচ্ছে প্রতিটি জীবের পরম উদ্দেশ্য। জড় জগতে থাকলেও, কেউ যদি *ভগবদ্গীতা* অথবা *শ্রীমদ্ভাগবতে* ভগবানের দেওয়া নির্দেশগুলি অনুসরণ করেন, তাহলে তিনি শোক এবং মোহ থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হতে পারবেন। আত্ম-উপলব্ধির দ্বারা লব্ধ আনন্দকে বলা হয় *স্বরূপানন্দ*। বদ্ধ জীব চিরকাল অজ্ঞানের অন্ধকারে নিদ্রিত থাকার ফলে, তার প্রকৃত হিত কিসে হয় বুঝতে পারে না। সে কেবল জড়-জাগতিক আয়োজনের মাধ্যমে সুখী হতে চায়, কিন্তু তা কখনও সম্ভব নয়।

তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে, *ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্*—অজ্ঞানাচ্ছন্ন হওয়ার ফলে বদ্ধ জীব বুঝতে পারে না যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করাই হচ্ছে তার চরম স্বার্থ। জড় পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে সুখী হওয়ার যে প্রচেষ্টা তা সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক। প্রকৃতপক্ষে তা কখনও সম্ভব নয়। তাঁর ব্যক্তিগত আচরণ এবং উপদেশের দ্বারা ভগবান ঋষভদেব বদ্ধ জীবদের জ্ঞানের আলোক প্রদর্শন করেছেন, এবং চিন্ময় স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে কিভাবে আত্ম-নির্ভরশীল হতে হয় তা প্রদর্শন করেছেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'ভগবান ঋষভদেবের কার্যকলাপ' নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।